দৈনিক বাংলা

A 041

13 DEC 1985 ... ...
.. ...1... কলাম 7 ... ...

মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক ফেল করে

।।খায়রুল আনোয়ার।।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিবছর সারা দেশের মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীই ফেল করে। এর জন্যে বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতির মাঝে কি ত্রুটি রয়েছে তা যাচাই করে দেখার জন্যে সরকার গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি এখন কাজ করছে। জনমতের ভিত্তিতে উল্লিখিত বিষয়টি পর্যালোচনা করে কমিটি আগামী মাসে তার রিপোর্ট

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

অর্ধেক ফেল করে

(১ম পৃঃ পর)

পেশ করবে।

পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯৮১ সালে চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২ লাখ ৩০ হাজার ২৩৪ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৩৩ হাজার ১২৩ জন পাস করে। ১৯৮৫ সালে মোট ৩ লাখ ১৯ হাজার ৫৪১ জন এসএসসি পরীক্ষা দেয়। এর মধ্যে মাত্র ১ লাখ ৪৭ হাজার ৪৬৫ জন কৃতকার্য হয়।

অপরদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় ১৯৮১ সালে সারা দেশে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২২ হাজার ৮৩৭ জন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৬৭ হাজার ৭০৫ জন। ১৯৮৫ সালে মোট এক লাখ ৮০ হাজার ২২৭ জন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এর মাঝে ৯২ হাজার ৬৭০ জন পাস করে।

এমনিভাবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিবছর এ দুটি পরীক্ষায় গড়ে অর্ধেক বা তারও বেশি পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হচ্ছে।

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়। স্কুলে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর পরীক্ষা এবং কলেজে একাদশ শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়ন স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অন্তঃ পরীক্ষার মাধ্যমেই হয়। দশম শ্রেণীর শেষে এসএসসি এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে এইচএসসি নামে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত দুটি সাধারণ বহিঃ পরীক্ষার (পাবলিক পরীক্ষা) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধীত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের মান নির্ণয় করে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন এ পরীক্ষা দুটিতে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ব্যর্থতা, পরীক্ষা পরিচালনায় অসাধুতার অবকাশ থাকা, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীর নকল প্রবণতার সুযোগ, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে বাঞ্ছিত প্রভাবহেতু নম্বর প্রদানে অবাঞ্ছিত তারতম্য, পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা —এমনি নানা কারণে অনেকের মনে বর্তমান পরীক্ষার ধরন সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। তার যথার্থতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। এ সংশয় ও প্রশ্নের জন্যেই সংশ্লিষ্ট অনেকে বর্তমান পরীক্ষার প্রচলিত ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন।

এ প্রেক্ষিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সংস্কারকল্পে সরকার গত অক্টোবর মাসে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে 'পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি উল্লিখিত বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ৩০ হাজার প্রশ্নমালা বিতরণ করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করা হবে— এ প্রশ্নমালার মাধ্যমে। আগামী জানুয়ারী মাসে কমিটির রিপোর্ট পেশের কথা।